দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষায় অর্থায়ন ঃ কতিপয় প্রশ্ন

গত শনিবার 'বাংলাদেশে শিক্ষায় অর্থায়ন' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়া বলেন, শিক্ষাখাতে অপচয় দূর করে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের স্বার্থে সরকার অপ্রীতিকর হলেও কঠিন সিদ্ধান্ত নেবে।

প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে খাতওয়ারি বরাদ্দে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সর্বোচ্চ। অর্থমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ আর সঠিকভাবে খরচ হওয়া এক কথা নয়। তিনি শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি সম্পর্কে বলেন, কর্মসূচিটি অদক্ষ, অপচয়মূলক এবং দুর্নীতির আখড়া। সাধারণের ধারণা, শিক্ষাখাতের সবকিছুই অদক্ষ, অপচয়মূলক ও দুর্নীতির আখড়া; কিন্তু বছরের পর বছর ধরে এই খাতে বরাদ্দ বাড়ছে প্রায় জবাবদিহিতা ছাড়াই। আলোচনা সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, শিক্ষার বিভিন্ন খাত এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পদ বন্টনে সমন্বয়হীনতা, অদক্ষতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও মনিটরিংয়ের অভাবে সম্পদের অপচয় হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এসব আর কতদিন চলবে? সরকার কঠিন সিদ্ধান্ত কবে নেবেন? শিক্ষাখাতকে দুর্নীতিমুক্ত করার দায় তো সরকারের!

শিক্ষায় অর্থায়ন সম্পর্কে একটা হিসেব কেউ দেননি। আমাদের দেশের শিক্ষায় সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি, আধা-সরকারি খাত আছে। আধা-সরকারি এই অর্থে যে, সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আংশিক ব্যয় বহন করেন বেতন-ভাতা ও উন্নয়ন বরাদ্দের মাধ্যমে। এদেশে শিক্ষার জন্য যত টাকা ব্যয় হয়, তাতে সরকারের অবদান কতটা! আমাদের দেশে প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপেই শিক্ষার সম্প্রসারণ হচ্ছে।

শিক্ষা সম্পর্কে যখনই কোন সভা-সেমিনারের খবর পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই সেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করছেন। অথচ আমাদের দেশে সব দিক থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সরকারের কাছে অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবস্থার চুলচেরা বিচার এবং এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সমস্যা কোথায় সে আলোচনা করা হয় না। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে; কিন্তু সংখ্যানুপাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ছে না। ফলে অবকাঠামো ও শিক্ষক দুটোরই ঘাটতি। খাদ্যশস্য বা নগদ অর্থ বিতরণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে পারে; কিন্তু তাতে শিক্ষার মানের অবনতি রোধ করা যাবে না। এ ব্যাপারে সমীক্ষার ঘাটতি নেই; কিন্তু সরকার কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না কেন? আপাতদৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। রাজনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা এবং তথাকথিত সিভিল সমাজের নেতৃবৃন্দের সন্তানসন্ততিরা কদাচিৎ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার দুর্গতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। সংখ্যানুপাতে প্রাথমিক শিক্ষায় বরাদ্দ ছাত্রপ্রতি পাঁচ-ছ'শ' টাকা। অপচয় ও দুর্নীতি বাদ দিলে কত থাকে?

সরকারি নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কোন দিক থেকেই হচ্ছে না। তাই স্থানীয় সরকারগুলোর হাতে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়াটা বোধহয় সময়ের দাবি। সরকারি অর্থের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারও এ কাজে অর্থায়ন করতে পারে স্থানীয় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের স্বার্থে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষার শুধু ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করা হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার সবটাই স্থানীয় সরকারের হাতে দিলে সেই সুপারিশও কার্যকর করা যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারেও এ ধরনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এসব করা হলে বর্তমানে সরকারের দফতর, অধিদফতর ইত্যাদির মাধ্যমে যে মাথাভারি প্রশাসন জেঁকে বসে আছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং একাজে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয়ও কমবে। টাকা বাঁচানোর এ কাজে আপত্তি কেন?

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অবকাঠামোর ব্যবস্থা না করেই ছাত্র সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, 'ধারণক্ষমতার' কমপক্ষে দ্বিগুণ ছাত্রছাত্রী বিদ্যা অর্জনের চেষ্টা করছে। উন্নয়নের টাকা ক্লাসরুম, শিক্ষার উপকরণ, লাইব্রেরি, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের বদলে শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসস্থান, ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন নতুন আবাসিক হল নির্মাণের জন্য খরচ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিটা কি? উচ্চশিক্ষা বিতরণকারী সরকারি কলেজগুলোর অবস্থাও তাই।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তোড়জোড় করা হলেও তার দু' বছর পরেও কোন 'শিক্ষানীতি' নেই। সব চলছে এডহক ভিত্তিতে। শিক্ষায় অর্থায়নের কথা বলা হচ্ছে। কোন্ নীতির আওতায় শিক্ষার বিভিন্ন খাতে অর্থ বন্টন করা